চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে শরীফুজ্জামানের গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা, গণসংযোগ ও পথসভায় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। তার উপস্থিতিতে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। অনেকে তাকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন যেন তিনি জেলার উন্নয়ন ও জনগণের অধিকার আদায়ে কাজ করে যেতে পারেন।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি। এর মধ্যে ছিল পৌর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভেমরুল্লাহ মাঠপাড়া, ভেমরুল্লাহ প্রাথমিক স্কুলপাড়া, হাটকালুগঞ্জ, এলজিডি রোড, পুলিশ লাইন, সি অ্যান্ড বি মোড়। আছোড়ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিলার মোড়, ঠিকানা মোড়, ডাঙাপাড়া, সুমিরদিয়া ক্লাব মোড় ও সুমিরদিয়া রেলপাড়া এলাকায় প্রচারণা চালান তিনি। এসব স্থানে শরীফুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রচারণায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি কেবল একটি রাজনৈতিক ইশতেহার নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও ন্যায়ের রূপরেখা। এই ৩১ দফার মধ্যেই রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার রাস্তাটি। আমরা যারা বিএনপির কর্মী, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এই বার্তাটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া।’

তিনি আরও বলেন, ‘ধানের শীষ প্রতীক মানে জনগণের ভোটাধিকার, মানুষের মুখে হাসি, তরুণদের কর্মসংস্থান ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে এই মাটির মানুষই পরিবর্তনের স্রোত তৈরি করবে। তারেক রহমান হচ্ছেন সেই নেতৃত্ব, যিনি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করছেন। জনগণের ভোটে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না পাওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠে

থাকবো, মানুষের পাশে থাকবো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, চুয়াডাঙ্গার মানুষ অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না। এই শহরের প্রতিটি গলিতে, প্রতিটি ঘরে ধানের শীষের ভীত গড়ে উঠছে। তরুণ প্রজন্ম আজ জেগে উঠেছে, তারা চায় পরিবর্তন, তারা চায় ন্যায়বিচার। বিএনপি সেই পরিবর্তনের বাহক। তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের মুক্তি আসবেই। আমরা সবাই মিলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি সুন্দর, শান্তি ও গণতন্ত্রভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।’

শরীফুজ্জামান শরীফ তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘এই দেশ তোমাদের, ভবিষ্যতও তোমাদের হাতে। ভালো কাজের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এবং নিজের এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করো। একসঙ্গে কাজ করলে কোনো শক্তিই আমাদের রুখতে পারবে না।’

গণসংযোগ চলাকালে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল বিপুল উৎসাহ ও প্রত্যাশা। তারা বলেন, ‘শরীফুজ্জামান শরীফ আমাদের সন্তান, আমাদের নেতা। তার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা এগিয়ে যাবে।’

প্রচারণায় জেলা বিএনপির এই নেতার সঙ্গে ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আরশেদ আলী কালু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম মনি, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাফিতুল্লাহ মহলদার, যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান মুক্ত, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকের আলী, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশীদ ঝন্টু, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক মামুনুর রশীদ টনিক, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি ইনতাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশাবুল হক ও আব্দুল কুদ্দুস, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মতিউর রহমান মিশর, যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান হ্যাপি, সদস্য রুবেল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক সাইমুম আহমেদ মিশা, যুগ্ম সম্পাদক নাইম আহমদ, জেলা ক্রীড়া সম্পাদক বিক্রম সাদিক মিলন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মো. আজিজুর রহমান আজিজুল, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ

ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিব হাসান, পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহারু আহমেদসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যাযের নেতাকর্মীরা।

দর্শনায় সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে শারিরীক নির্যাতন করায় প্রতিবাদ সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পরিকল্পিতভাবে সাংবাদিকের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। দৈনিক পশ্চিমঅঞ্চল এর সংবাদকর্মী ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি চঞ্চল মেহেমুদকে কৌশলে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও অপমান করা হয়। এ ঘটনায় সাংবাদিক সমাজে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে।

সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ডায়াপ্যাথ কোম্পানির সাবেক প্রধান নির্বাহী মো. বজলুর রহমানের কাছে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মো. মহিদ জোয়ার্দারের ইন্ধনে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ হামলা চালানো হয়। সেখানে সাংবাদিক চঞ্চল মেহেমুদকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করা হয়।

এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে এক জরুরি সভা বসে। প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানানো হয়। সর্বসম্মতিক্রমে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমনে,র সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ওসমান আলী, জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি নজরুল ইসলাম, রাজিব মল্লিক ওয়াসিম রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস

বাঁধন, আব্দুল হান্নান, ইমতিয়াজ রয়েল, সাব্বির আলীম, ফরহাদ হোসেনসহ অনেকেই।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন সাংবাদিকরা জাতির দর্পণ। সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি ও অন্যায়কে তুলে ধরতে গিয়ে বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছেন তারা। কিন্তু কলমের শক্তিকে রুখে দেওয়া যায় না। চঞ্চল মেহেমুদের ওপর হামলা কেবল একজন ব্যক্তির ওপর আক্রমণ নয়, বরং গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের নোংরা প্রয়াস।

সভায় বক্তারা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাংবাদিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্র বা হামলায় তারা দমে যাবে না। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা না হলে আরো কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের হাজতির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় মিলন হোসেন (৪০) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। হাজতি মিলন হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের বিল্লাল হোসেন মালিতার ছেলে।

জানা গেছে, গত ৪ সেপ্টেম্বর দামুড়হুদা মডেল থানার একটি মারামারি মামলায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজিরা দিতে গেলে বিচারক মিলনকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। মামলাটি (নম্বর-৪, তারিখ ২৮/০৮/২৫) দায়ের হওয়ার পর থেকে তিনি নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিচ্ছিলেন। গত রোববার রাতে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন মিলন। এ সময় কারা কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে রাত ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল জানান, ২৮ আগস্ট মারামারির ঘটনায় মিলনসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। পরে ৪ সেপ্টেম্বর তিনি

আদালতে হাজিরা দিতে গেলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিলন নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্ত হলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হবে। প্রথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোকে তার মৃত্যু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার মো. ফখরউদ্দিন বলেন, মিলন হোসেন গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে কারাগারে ছিলেন। রোববার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনায় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দর্শনার কেরু’জ মন্দির পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন।

এসময় তিনি বলেন, “আমরা চাই সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গতবারের মতো এবারও দুর্গোৎসব সম্পন্ন হোক। আমাদের আনসার বাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ প্রশাসনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।”

তিনি পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয়দের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার পাশাপাশি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, কেরু’জ মন্দিরের সভাপতি এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে খায়রুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত খায়রুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার বুজরুকগড়গড়ি মাদরাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর স্কুলে যাওয়ার পথে আসামি খায়রুল ইসলাম তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশায় তুলে নেয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে একটি বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিশোরীকে ফাঁকা বিল থেকে উদ্ধার করেন। পরে ভুক্তভোগীর পিতা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় আসামি খায়রুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

জীবননগরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, আহত আরেক ভাই

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে দুই ভাইকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরেক ভাই গুরুতর আহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার উথুলী ইউনিয়নের মিথে মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উথুলি গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত খোদা বক্স মণ্ডলের দুই ছেলে আনোয়ার (৫৫) ও হামজা (৪৫)।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে আনোয়ার ও হামজা উথুলি ব্রিজ মাঠে কাজ করতে গেলে ৮-১০ জন লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রথমে হামজা এবং পরে আনোয়ার মারা যান।

একটি সূত্র জানায়, প্রায় চার মাস আগে গরু কেনাবেচা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা গরু বিক্রেতা এবং হামলাকারীরা গরু ক্রেতা বলে জানা গেছে। তবে হামলাকারীদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় উথুলি এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, দুজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আঘাত করা হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই একজন মারা যান, আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে গরু কেনাবেচা নিয়ে পূর্ব থেকে বিরোধ চলছিল।

আজ মাঠের মধ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার খবর পেয়েছি। মরদেহ হাসপাতালে আছে, ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক চলাচলের অনুপযোগী ও ঝুকিপূর্ণ

দর্শনা ডুগডুগি পশু হাট থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলখানা পর্যন্ত মহা- সড়কটি গত দেড় বছরে ১২ বার সংস্কার করা হলেও চলাচলে অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত দেড় বছর আগে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়।

এরপর থেকে প্রায় ১৩ কিলো সড়কটির প্রথমে ৮৭টি স্থানে ফুলে উঠে বড় বড় ডিব্বি হয়ে যায়। ঐ স্থানে খুঁড়ে নতুন করে পিচ খোয়া দিয়ে মেরামত করা হয়। এরপর থেকে একের পর এক ২০০ থেকে ৩০০টি স্থানে খুড়ে মেরামত করা হয়।

বর্তমানে এক কিলোর সড়কের মধ্যে ১০০-১৫০টি স্থানে বড় বড় ডিব্বি ও খানা খন্দে পরিনত হয়েছে। গতকাল জয়রামপুর মজা পুকুরের নিকট মহা সড়কটি আবার খুড়ে খুড়ে মেরামত করছে। এ নিয়ে ১৩ কিলো মিটার এ সড়কটি ১২ বার মেরামত করা হচ্ছে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের শেষ সময়ের দিকে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সড়কটি মরণ-ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এ সড়কে দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে চলচলকারী জন-সাধারণ।

চুয়াডাঙ্গায় সবুজ উদ্যোক্তা

গড়ার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবুজ উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘কমিউনিটি বেজড এক্টিভেশন সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা শহরের মালোপাড়াস্থ ওয়েভ ট্রেনিং সেন্টারে দিনব্যাপি এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ‘ইয়ুথ গ্রিণ এন্টারপ্রেণারশিপ ডেভেলপমেন্ট’ প্রকল্পের আওতায় এ সভা হয়েছে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত প্রকল্পের এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম. সাইফুল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক জহির রায়হান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাকসুরা জান্নাত, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. নাজমুল হোসেন, তৌফিক এগ্রো সাপোর্ট’র স্বত্বাধিকারী এএসএম তৌফিকুল আলম, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা আব্দুস শুকুর ও জেলা লোকমোর্চার সহ-সভাপতি তানজিলা মনোয়ার।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তরুণদের শক্তি কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সবুজ উদ্যোক্তা তৈরি অত্যন্ত জরুরি।

আয়োজকরা জানান, প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ও মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫১০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবুজ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হবে। যাতে তারা পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

সভায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, যুব সংগঠক, সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিসহ ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রকল্প উপস্থাপন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল আলম। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রজেক্ট অফিসার কানিজ সুলতানা, মাহবুব আবির ও জিল্লুর রহমান।

দর্শনায় দিনে-দুপুরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ন লুটের চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে এক স্বর্ন ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে স্বর্নের দোকানে লুট করার চেষ্ঠা চালিয়েছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে বন্ধু জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে। আহত জুয়েলারী ব্যাবসায়ী শ্রী সঞ্জয় কুমার সান্তারা (৩৬)কে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনার বিবরনে জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে একজন ক্রেতা সেজে মুখে মাক্স পরিহিত অবস্থায় বন্ধু জুয়েলারীতে আসে।

এসে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় কুমারকে বলে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু স্বর্নের জিনিস লাগবে একটু দেখান।সঞ্জয় ক্রেতাকে স্বর্নের কানের দুল চেইন আংটি বিভিন্ন আইটেমের জিনিস দেখাই। ক্রেতা বলে আপনার একাউন্ট নাম্বার দেন জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় বলে আমার কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাই। ক্রেতা বলে তাহলে বিকাশ নাম্বার দেন সেটাও আমার নাই।সঞ্জয় বলে সামনে বুথ আছে আপনি টাকা তুলে নিয়ে আসেন। তখন ক্রেতার হাতে একটি ব্যাগ ছিলো ব্যাগ থেকে চাকু বা হাতুড়ি বের করে তা দিয়ে স্বজরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয়কে মাথায় আঘাত করে।পরে সঞ্জয় দোকানের ভেতর পড়ে গিয়ে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন দ্রুত এগিয়ে আসে। পরে সঞ্জয় কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আহত সঞ্জয় দর্শনা কলেজ পাড়ার শ্রী সুধীর সান্তারা স্বর্ণকারের ছেলে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রী সঞ্জয়ের মাথায় প্রায় নয়টি সেলাই হয়েছে বলে জানা গেছে।এ ঘটনায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলে সঞ্জয় বলে আমি তাকে চিনতে পারেনি মুখে মাক্স পরা ছিল। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মুখে মাক্স পরা অবস্থায় একজন মেরে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার এ এসপি জামাল আল নাসের ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থলে সাথে সাথে আসেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।পরে সিসি টিভির ফুটেজ

দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।এ বিষয়ে দর্শনা জুয়েলারী ব্যাবসায়ীর সাধারন সম্পাদক অবনী সান্তারা বলেন,পুলিশ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে দ্রত আসামীকে গ্রেফতার করবো।এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন,আমরা দ্রত সিসি ক্যামরার ফুটেশ দেখে এবং সনাক্ত করে তাকে দ্রত গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চাল্লাছি।এ ঘটনায় মামলার প্রস্ততি চলছে।